দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আব্দুল হান্নান আর নেই

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও হাউলী ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আব্দুল হান্নান (হান্নান) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন মহল শোক প্রকাশ করেছে।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তিনি হাউলী ইউনিয়নের পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের আক্কাচ গোয়ালার ছেলে। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকায় তাঁকে ঢাকার নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক ২টার দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মরহুম আব্দুল হান্নান হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। পাশাপাশি তিনি হাউলী ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ বুধবার সকাল ৯টায় নিজ গ্রাম পুরাতন বাস্তপুর কবরস্থানে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে সেখানেই তাঁর দাফন সম্পন্ন করা হবে।

আল্লাহ তাআলা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এ শোক সইবার তৌফিক দান করুন।

আলমডাঙ্গা ভাংবাড়িয়া ইউপির ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গনির আর নেই

আলমডাঙ্গা ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক উসমান গনির ইন্তেকাল করেছেন।

দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে শোকাহত পরিবারের পাশে ছুটে এলেন শরীফুজ্জামান শরীফ।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক উসমান গনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকার পর গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪ টার দিকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল আনুমানিক ৬০ বছর।

তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুর সংবাদে শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ নগরবোয়ালিয়ায় ছুটে আসেন।

তিনি মরহুমের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাদের খোঁজখবর নেন এবং গভীর শোক প্রকাশ করেন।

মরহুমের দাফন কার্য সম্পন্ন হয় রাত ৯ টার দিকে নগরবোয়ালিয়া কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে।

জানাজার নামাজ শেষে মরহুমকে কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। পরে মরহুমের আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরের ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলম তুহিন আর নেই

মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া মোড়ের ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলম তুহিন গতরাত সোয়া ১১টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

তিনি একমাত্র ছেলে, স্ত্রী, ভাইবোনসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তার মৃত্যুতে ‘আমরা ৮৫’ সামাজিক সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করেছে। শোকবার্তায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক হাজী মো: আমানউল্লাহ আর নেই

কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক হাজী মো: আমানউল্লাহ বেলু ইন্তাকাল করেছেন।

মরহুমের জানাযার নামাজ আগামীকাল রবিবার সকাল ৯:০০ ঘটিকায় কোমরপুর বাইতুল আমিনা মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ। উক্ত জানাযায় সকলে উপস্থিত হয়ে দো-জাহানের অশেষ নেকি হাসিল করুন।

কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সদস্য ইসমাইল হোসেন আর নেই

দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও সমন্বয়ক হাবিবুর রহমানের বড় ভাই ইসমাইল হোসেন (৭২) আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় তিনি যশোর সিএমসি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে মাথাব্যথাজনিত রোগে ভুগছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মরহুম ইসমাইল হোসেন দর্শনা উপজেলার পরাণপুর গ্রামের মৃত আব্দুল ওহাব মণ্ডলের বড় ছেলে এবং কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের দুইবারের নির্বাচিত সাবেক সদস্য ছিলেন।

গতকাল রবিবার সকাল ১১টায় দর্শনা পরাণ স্কুল মাঠে তাঁর জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে পরাণপুর গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। জানাজা নামাজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, আমাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মরহুমের জন্য দোয়া করা এবং আল্লাহর কাছে তাঁর মাগফিরাত কামনা করা। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন।

জানাজায় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খাজা আবুল হাসনাত, দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান ও তৈয়ব আলী, দর্শনা বিএনপির সমন্বয়ক কমিটির সদস্য ও দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক জিএস এনামুল হক শাহ মুকুল, বিএনপি নেতা প্রভাষক মশিউর রহমান, শরীফ উদ্দিন, লুৎফর রহমান, সাবেক নতিপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনির হোসেন, সাবেক পৌর ছাত্রদল নেতা ইকবাল হোসেনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী।

এছাড়াও আত্মীয়স্বজনসহ শত শত মানুষ জানাজায় অংশ নেন। মরহুমকে একনজর দেখতে তাঁর বাড়িতে ভিড় করেন এলাকাবাসী।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এ কে খন্দকার আর নেই

মহান মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ, সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার, বীর উত্তম আজ শনিবার সকাল ১০ টা ৩৫ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

এ কে খন্দকারের জন্ম ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি।

পিতার তৎকালীন কর্মস্থল রংপুর শহরে। তার বাড়ি পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার ভারেঙ্গা গ্রামে। তার পিতা খন্দকার আব্দুল লতিফ ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং মাতা আরেফা খাতুন ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিণী। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে এ কে খন্দকার ছিলেন তৃতীয়।

পিতার চাকুরির সুবাদে তার শিক্ষা জীবনের শুরু হয় বগুড়া শহরে। তিনি সেখানে বগুড়া করোনেশন স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। ভারত বিভাগের সময় এ কে খন্দকার ১৯৪৭ সালে মালদা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে পিএএফ (পাকিস্তান বিমান বাহিনী) থেকে তিনি তার কমিশন (পাইলট অফিসার পদ) লাভ করেন।

১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি ফাইটার পাইলট হিসেবে কাজ করেন ও পরে ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর হয়ে ওঠেন। তিনি পাকিস্তান এয়ার ফোর্স একাডেমিতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর স্কুলে তিনি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ফ্লাইট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরে জেট ফাইটার কনভারশন স্কোয়াড্রনে তিনি ফ্লাইট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি স্কোয়াড্রন কমান্ডার হিসেবে কাজ করেন পিএএফ একাডেমি।

পরে জেট ফাইটার কনভারশন স্কোয়াড্রনে তিনি স্কোয়াড্রন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। ট্রেনিং উইং-এর অফিসার কমান্ডিং হিসেবে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি পিএএফ একাডেমিতে দায়িত্ব পালন করেন। পিএএফ প্ল্যানিং বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ১৯৬৯ সালের আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে পিএএফ বেইসের দায়িত্ব পান ঢাকায় ১৯৬৯ সালে।

এ কে খন্দকার উইং কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় হলে তিনি মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ হন। ২১শে নভেম্বর ১৯৭১ সালে তিনি পদোন্নতি পান গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেবে বাংলাদেশের তৎকালীন অন্তর্বতী সরকার থেকে এবং জেনারেল এম এ জি. ওসমানী’র ব্যক্তিগত ডেপুটি ইন চার্জ বা উপ-প্রধান সেনাপতি হিসেবেও নিয়োগ পান।

ওসমান হাদি আর নেই

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের এক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘ভারতীয় আধিপত্যবাদের মোকাবেলায় মহান বিপ্লবী ওসমান হাদিকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে কবুল করেছেন।’

এর আগে গত ১২ ডিসেম্বর মতিঝিলে জুমার নামাজ পড়ে নির্বাচনী প্রচারণা শেষ করেন হাদি।

এরপর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাওয়ার পথে ওই দিন দুপুর ২টা ২০ মিনিটের দিকে হাদিকে বহনকারী অটোরিকশা পল্টন মডেল থানাধীন বক্স কালভার্ট এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলে থাকা দুষ্কৃতকারীরা

হত্যার উদ্দেশ্যে তাকে গুলি করে পালিয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অপারেশন শেষে এভারকেয়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য সোমবার তাকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়।
সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি আজ মারা যান।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তদন্তে জানা গেছে, হামলার আগে কয়েক মাস ধরে হাদির নিয়মিত চলাচল, বাসা ও অফিসের রুট এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছিল।

তদন্তে আরো উঠে এসেছে, গুলিবর্ষণের পর সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে দাউদ খান আগারগাঁওয়ে তার বোনের বাসায় আশ্রয় নেন। পরে শ্যুটার ফয়সাল ও মোটরসাইকেলচালক আলমগীর শেখ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান।

র্যাব ও ডিবির যৌথ তদন্তে হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) আগারগাঁওয়ের কর্নেল গলিতে একটি বাসার নিচ থেকে দুটি ম্যাগাজিন ও ১১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। পরে নরসিংদী থেকে আরো পাঁচটি অস্ত্র ও ৪১ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করে র্যাব। এ ঘটনায় পল্টন থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের। মামলাটি তদন্ত করছে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

এ পর্যন্ত র্যাব ও পুলিশ যৌথভাবে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বিভিন্ন মেয়াদে তাদের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলমান রয়েছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ

আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রি কলেজের

সহকারী অধ্যাপক ফজলুর রহমান আর নেই

আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রী কলেজ এর প্রতিষ্ঠাকালিন শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম সহকারি অধ্যাপক(রাষ্ট্র বিজ্ঞান), মো: ফজলুর রহমান, ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)

গতকাল শুক্রবার রাত ২ টার সময় আলমডাঙ্গা চাতাল মোড়ের নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। তার পারিবারিক সুত্রে জানাগেছে, ফজলুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে ডাইবেটিকসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তার একমাত্র সন্তান প্রায় এক বছর তার বিছানাগত পিতার দেখাশোনা করেছে।

গতকাল শুক্রবার বাদ জুম্মা আলমডাঙ্গা দারুসসালাম ঈদগাঁ মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজায় উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাসক উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল, সহকারি অধ্যাপক কামাল হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, হারদী এম এস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারি অধ্যাপক ইদ্রিস আলী খান, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু,প্রভাসক একেএম গোলাম সরওযার, সিনিয়র প্রভাসক মো: বজলুর রশিদ, হুমায়ূন কবির, শরিফুল ইসলাম, আব্দুল খালেক, কামাল হোসেন,শামসুল আলম, জামিল হাসান প্রমুখ। জানাজার নামাজ পড়ান মওলানা মাহাদী ইসলাম।জানাজা শেষে দারুসসালাম কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আলমডাঙ্গার অবসরপ্রাপ্ত সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম আর নেই

আলমডাঙ্গায় সৈয়দ সাজেদুল হক মুনির মেজো ভাই, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক আলহাজ্ব সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন।

গতকাল রবিবার ভোর ৪টার দিকে অসুস্থজনিত কারণে ঢাকার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তার মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, তিন মেয়ে ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

গতকাল বিকেল সাড়ে চারটার দিকে কুমারী খন্দকারপাড়া পারিবারিক গোরস্থানে জানাজা শেষে মরদেহ দাফন করা হয়। জানাজায় কুমারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল কাদের, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মজিবর রহমান, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, রুনু খন্দকার, সাবেক ইউপি সদস্য মহাসিন আলী, বর্তমান ইউপি সদস্য সুক চাঁদ আলী, মাওলানা সাদেকুর রহমান, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, শ্যামপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার আখতারুজ্জামান, সমাজসেবক মোজাম্মেল হক, শামসুজ্জোহা শাবুসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মরহুমের নামাজে জানাজা পড়ান কুমারী খন্দকারপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা সোনামিয়া।

মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠন।

আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন আলম কনক আর নেই

আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন আলম কনক (৪৮) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পৌর

এলাকার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিবার জানায়, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে হার্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন কনক। ঢাকাসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েও পুরোপুরি সুস্থ হননি। রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানান, তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাইফুদ্দিন আলম কনক আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কোর্টপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানে তিনি স্টেশনপাড়ায় পরিবারসহ বসবাস করছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

তার মৃত্যুতে জেলা ও উপজেলা বিএনপিসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরিফ শোক প্রকাশ করে বলেন, “বাল্যকাল থেকেই তিনি বিএনপির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তার মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।”

এছাড়া গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আকতার হোসেন জোয়ার্দার, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল রহমান রোকন, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুল হক পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওলটুসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।